Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 20-05-2026 18:11 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৫ জ্যৈষ্ঠ ।। ১৪৩৩।। বুধবার ২৯ মে ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৪৬ সংখ্যা ।। ৪ পাতা

রাতেও রেহাই নেই, সন্ধের পরও 'উনুন' দিল্লি! আগামী ৯ দিন দাবদাহে পুড়বে গোটা উত্তর ভারত

যুদ্ধের আগুনে মহাসংকটে হরমুজ, আগামী মাসেই মোদি-ট্রাম্প বৈঠক!

ফাটল আরও চওড়া, পথের লড়াইয়েও 'ভগ্নদূত' তৃণমূল! বিধানসভায় ধরনায় অনুপস্থিত ৫০ বিধায়ক

জিটিএ দুর্নীতি!

ফাইল খুলবো হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

মানস দাস ● নয়া জামানা

শিলিগুড়িতে পা রেখেই পাহাড় রাজনীতিতে বড় বিস্ফোরণ ঘটালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।জিটিএ বা গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাড মিনিস্ট্রেশনের পুরনো ফাইল খুলে দুর্নীতির তদন্ত শুরু করার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিলেন তিনি। তাঁর কথায়,উন্নয়নের নামে কোথায় কত টাকা খরচ হয়েছে, সব খতিয়ে দেখা হবে। আর এই ঘোষণার পর থেকেই পাহাড়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে।নতুন বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নেওয়ার কথা বলা হচ্ছিল।এবার সেই অভিযান পৌঁছে গেল উত্তরবঙ্গেও।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, দীর্ঘদিন ধরে জিটিএ-র আড়ালে কোটি কোটি টাকার অনিয়ম হয়েছে।সাধারণ মানুষের উন্নয়নের বদলে কিছু নেতা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করেছেন বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি। এর আগেই উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক উত্তরকন্যায় গিয়ে একাধিক প্রকল্পের ফাইল দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর অভিযোগ ছিল,বহু কাজ শুধুমাত্র কাগজে-কলমে দেখানো হয়েছে।এমনকি কয়েকটি ঠিকাদার সংস্থাকে ব্ল্যাকলিস্ট করার নির্দেশও দেওয়া হয়।প্রতি সপ্তাহে উত্তরকন্যায় বসে কাজ পর্যালোচনা করবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি।রাজনৈতিক মহলের মতে,পাহাড়ে এবার বড়সড় তল্লাশি অভিযানদ শুরু করতে চাইছে সরকার।কারণ তৃণমূল আমলে জিটিএ-কে ঘিরে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ এবং অর্থ নয়ছয়ের অভিযোগ বহুবার উঠেছিল। সেই সময় জিটিএ-র দায়িত্বে ছিলেন অনির থাপা ও বিনয় তামাং। যদিও সেই অভিযোগের পূর্ণ তদন্ত হয়নি বলেই দাবি বিজেপির।এদিকে পাহাড়ের রাজনীতিতে নতুন করে সক্রিয় হয়েছেন বিমল গুরুং। তিনিও জিটিএ-তে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন। সম্প্রতি 'লালকুঠি অভিযান'-এর ডাক দিলেও পর্যটনের মরশুমের কথা ভেবে তা স্থগিত রাখা হয়। সব মিলিয়ে,জিটিএ ফাইল খোলার ঘোষণা ঘিরে পাহাড়ে এখন তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা। আগামী দিনে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসতে পারে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

উত্তরবঙ্গের বঞ্চনা দূর হবে'

উন্নয়নের নতুন দিশা দেখাবে বিজেপি সরকার জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

বাবলু রহমান,নয়া জামানা ঃ বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর প্রথমবার উত্তরবঙ্গ সফরে এসে বড় বার্তা দিলেন এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি উত্তরবঙ্গের মানুষ এবং এই মাটিকে নমো মস্তিষ্কে প্রণাম জানান। পাশাপাশি তিনি বলেন, উত্তরবঙ্গ দীর্ঘদিন ধরে বিজেপিকে যেভাবে সমর্থন করেছে, সেই বিশ্বাস ও ভালোবাসার মর্যাদা উন্নয়নের মধ্য দিয়েই ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সবাইকে ধন্যবাদ। আপনারা উত্তরবঙ্গের জন্য, পশ্চিমবঙ্গের জন্য এবং বাংলাকে বাঁচানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। উত্তরবঙ্গের এই পুণ্যভূমিকে আমি প্রণাম জানাই। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, ২০০৯ সাল থেকেই দার্জিলিং পাহাড় ও উত্তরবঙ্গ বিজেপিকে জায়গা করে দিয়েছে। সেই সময় থেকেই উত্তরবঙ্গের মানুষ বিজেপির উপর আস্থা রেখেছেন এবং বারবার সমর্থন করেছেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত শক্ত করতে উত্তরবঙ্গের মানুষ বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন। তাই এবার বিজেপি সরকার উত্তরবঙ্গের উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দেবে। বিজেপির সংকল্প পত্রে উত্তরবঙ্গের জন্য যেসব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, সেগুলি ধাপে ধাপে পূরণ করা হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি। উত্তরবঙ্গের দীর্ঘদিনের অভিমান, বঞ্চনা এবং ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার কথাও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, বিজেপি সরকার উত্তরবঙ্গকে আলাদা গুরুত্ব দিয়ে কাজ করবে। শুধু কলকাতাকেন্দ্রিক প্রশাসন নয়, এবার সরকারকে উত্তরবঙ্গের মানুষের আরও কাছে নিয়ে যাওয়া হবে।তিনি জানান, প্রতি মাসে মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার সদস্যরা উত্তরবঙ্গ সফরে আসবেন। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সমস্যা, উন্নয়নমূলক কাজ এবং প্রশাসনিক বিষয়গুলি সরাসরি খতিয়ে দেখা হবে। একইসঙ্গে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী প্রতি সপ্তাহে একদিন উত্তরকন্যায় বসে অফিস করবেন বলেও জানান তিনি। সেই দিনের নির্দিষ্ট কর্মসূচির কথাও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত সাধারণ মানুষের অভিযোগ ও সমস্যার কথা শোনার জন্য জনতা দর্শন করা হবে। এরপর ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত প্রশাসনের সঙ্গে বিভিন্ন প্রকল্পের পর্যালোচনা বৈঠক হবে। দুপুর ২টো থেকে ৪টে পর্যন্ত সাংসদ ও বিধায়কদের নিয়ে উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হবে।

তীব্র গরমে পুড়ছে গোটা বাংলা

নয়া জামানা তীব্র দাবদাহে পুড়ছে গোটা পশ্চিমবঙ্গ। বিশেষ করে পশ্চিমের জেলা-বাঁকুড়া, আসানসোল, দুর্গাপুরে দিনের তাপমাত্রা ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের গণ্ডি পেরিয়ে উষ্ণতম শহরের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। তীব্র গরম আর বাতাসে অতিরিক্ত আর্দ্রতার কারণে দক্ষিণবঙ্গে চরম ভ্যাপসা ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া।

শোভনদেব ইস্যুতে সচিবের স্পষ্ট বার্তা

নয়া জামানা ঃ বিধানসভায় শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে এখনও বিরোধী দলনেতার মর্যাদা না দেওয়া নিয়ে জোর বিতর্ক তৈরি হয়েছে। আরটিআই-এর জবাবে বিধানসভার সচিব সৌমেন্দ্রনাথ দাস জানান, তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধী দলনেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নিয়ম ও নথিপত্র জমা দেয়নি। তিনি স্পষ্ট করেন, স্পিকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছাড়া স্বীকৃতি সম্ভব নয়। ফলে শোভনদেবের বিরোধী দলনেতা হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি এখন সম্পূর্ণভাবে বিধানসভার অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে।

জাহাঙ্গিরের রক্ষাকবচ প্রত্যাহারের আর্জি

নয়া জামানা ঃ ফলতার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খান পুনর্নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা করার পর তাঁর বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দেওয়া রক্ষাকবচ প্রত্যাহারের আর্জি জানাল রাজ্য। বুধবার মামলার শুনানিতে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জানান, আগামী ২৬ মে পর্যন্ত জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না। তবে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে তাঁকে। রাজ্যের দাবি, ভোটে প্রার্থী থাকার কারণেই আদালত এই সুরক্ষা দিয়েছিল। যদিও আদালত আপাতত সেই রক্ষাকবচ বহাল রেখেছে। ফলে সাময়িক স্বস্তি মিললেও ২৬ মে-র পর পরিস্থিতি কোন দিকে যায়, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 20-05-2026 18:11 Page 2

বিয়ের অনুষ্ঠানে সঙ্গে খাবার নিয়ে যান দেশের এই গ্রামের বাসিন্দারা!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ গ্রামের ছেলে অথবা মেয়ের বিবাহ যদি স্থির হয় অন্য কোনও গ্রামের বাসিন্দার সঙ্গে, তবে চিন্তায় পড়েন চিলমবাসী। যাওয়ার আগেই অনুষ্ঠানবাড়িতে পইপই করে জানানো হয়, অতিথিদের খাবারে যেন আমিষের ছোঁয়াটুকুও না থাকে!বিয়েবাড়িতে গেলে কী কী রাখেন সঙ্গে? টাকাপয়সা, জরুরি টুকিটাকি, বর্ষাকালে ছাতাও থাকে হয়তো। কিন্তু খাবার সঙ্গে নিয়ে অতিথিরা বিয়েবাড়ি চলেছেন, এমন ঘটনা শুনেছেন কখনও? গল্প নয়, ভারতের এক বিশেষ গ্রামের বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে এ নেহাতই বাস্তব। কিন্তু কেন? কী কারণে জন্ম এমন আজব নিয়মের?বিহারের ছিলিম গ্রাম, মতান্তরে চিলম । যুগের পর যুগ ধরে সেখানকার মানুষ শুদ্ধ শাকাহারি। অর্থাৎ, কোনও রকম আমিষ খাবার গ্রহণ করেন না তারা। নিষেধাজ্ঞা রয়েছে অ্যালকোহলেও। রোজের খাবারের মধ্যে প্রাধান্য পায় রুটি, ছাতু, শাকসবজি। এমনকী, বাঙালিদের মতোই, পিঁয়াজ-রসুনকেও আমিষের তালিকাতেই ধরেন তাঁরা। মাছ-মাংস যে কেবল খাওয়া যাবে না তা-ই নয়, সামান্য এক মুরগির পালকের ছোঁয়া লাগলেও স্নান সেরে, দেবতাদের উদ্দেশে ক্ষমা চেয়ে শুদ্ধ হতে হবে; মনে করেন চিলমবাসী।গ্রামবাসীরা বিশ্বাস করেন, সাবধানের মার নেই! তাই বিয়েবাড়ি যাওয়ার সময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যান ছাতু আর জল! তা যদি একান্ত সম্ভব না হয়, তবে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করে খালি পেটেই ফিরতি পথ ধরেন তাঁরা!স্থানীয়রা বিশ্বাস করেন, গ্রামটির বয়স আনুমানিক ৫০০ বছর। বহুকাল আগে নাকি কোনও কোল-ভীল শাসকের কেল্লা ছিল সেখানে। বর্তমানে দেখতে পাওয়া যায় কেল্লার ধ্বংসাবশেষ। ধর্মগুরু মা গায়ত্রী ও জয় গুরুদেবের দীক্ষায় দিক্ষিত বেশিরভাগ গ্রামবাসী। চোদ্দটি ভিন্ন সম্প্রদায়ের বাস এই গ্রামে, কিন্তু নিরামিষ ভোজনের ক্ষেত্রে সকলেই একমত। কোনও পরিবার যদি গোপনে আমিষ রান্না করে, তবে তা জানাজানি হলে গ্রামবাসীদের কাছে ‘একঘরে’ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। বিপদে আপদেও কোনও গ্রামবাসী আর এসে দাঁড়াবে না সেই পরিবারের পাশে।মনে করা হয়, দেশের সবথেকে বড় নিরামিষভোজী অঞ্চলের মধ্যে অন্যতম চিলম। গ্রামের কোনও বাড়ির ছেলে অথবা মেয়ের বিবাহ যদি স্থির হয় অন্য কোনও গ্রামের বাসিন্দার সঙ্গে, তবে চিন্তায় পড়েন চিলমবাসী। যাওয়ার আগেই অনুষ্ঠানবাড়িতে পইপই করে জানানো হয়, অতিথিদের যে খাবার দেওয়া হবে, তাতে কোনও আমিষের ছোঁয়াটুকুও না থাকে! কিন্তু যে বাসনে খাবার পরিবেশন করা হবে, তাতে যে আগে কখনওই মাছ-মাংস-ডিম রাখা হয়নি, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে কী করে?গ্রামবাসীরা বিশ্বাস করেন, সাবধানের মার নেই! তাই বিয়েবাড়ি যাওয়ার সময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যান ছাতু আর জল! তা যদি একান্ত সম্ভব না হয়, তবে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করে খালি পেটেই ফিরতি পথ ধরেন তাঁরা!তবে বিশ্বায়নের অনুপ্রবেশ আটকাতে পারেনি চিলম। ইদানীংকালে পরম্পরা ভেঙে, গ্রামের যুবাদের একাংশ পিঁয়াজ-রসুন ব্যবহার করছে রান্নায়। গ্রামের প্রবীণরা ভরসা রেখেছেন, পিঁয়াজ-রসুন ছুঁলেও মাংস অথবা মদের থেকে দূরত্বেই রয়েছে তারা। তবে আগামীদিনের বিশ্বায়ন যে সে বিশ্বাস ভাঙবে না, জোর দিয়ে তা বলা চলে কি?

এক প্যাকেট গাঁজার দাবিতে ...

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ওই যুবকের নাম হনুমান্থি। তিনি স্থানীয় মোবাইল টাওয়ারে উঠে পড়ে মাতৃভাষা তে লে গু তে চিৎকার করতে শুরু করেন, আমি আপনাদের পায়ে পড়ছি, দয়া করে এক প্যাকেট গাঁজা দিন।‘শোলে’ সিনেমায় বাসন্তির সঙ্গে বিয়ের দাবিতে জলের ট্যাঙ্কে চড়ে বসেছিল বিরু। অন্ধ্রপ্রদেশে এক যুবক এক প্যাকেটে গাঁজার দাবিতে স্থানীয় মোবাইল টাওয়ারে চড়ে বসেন। বারবার হুমকি দিতে থাকেন, গাঁজা না দিলে টাওয়ার থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করবেন তিনি। ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়ায়। শেষ পর্যন্ত পুলিশ এসে ভুলিয়ে ভালিয়ে উঁচু টাওয়ার থেকে যুবককে নামায়। এই ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশাল মিডিয়ায়। নেটাগরিকদের একাংশ যেমন বিষয়টিকে মজার ছলে নিচ্ছেন, অনেকে আবার মাদকাশক্তির পরিণতি বিষয়ে গুরুগম্ভীর মন্তব্যও করেছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, রাজ্যের প্রকাশম জেলার ঘটনা। ওই যুবকের নাম হনুমান্থি। তিনি স্থানীয় মোবাইল টাওয়ারে উঠে পড়ে মাতৃভাষা তেলেগুতে চিৎকার করতে শুরু করেনআমি আপনাদের পায়ে পড়ছি, দয়া করে এক প্যাকেট গাঁজা দিন।দ যুবকের চেঁচামেচিতে মোবাইল টাওয়ারের নিচে ভিড় জমে ওঠে। সকলে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন, যুবকের বাস্তবিক ঝাঁপ দিলে বিপদ ঘটে যাবে। বারবার তাঁকে নেমে আসতে অনুরোধ করলেও কাজ হচ্ছিল না।খবর যায় পুলিশ এবং জরুরি পরিষেবা দলের কাছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে যুবককে নামাতে নানা কৌশল করেন তারা। একটানা অনেকটা সময় কথা বলার পর, মৌখিকভাবে শর্ত মানার কথা বলায় যুবকের মন গলে। এর পরেই নিচে নামে। পুলিশের তরফে স্থানীয় সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে হনুমান্থি নামের যুবককে। সেখানে তাঁর শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের পরীক্ষা হবে। পুলিশের সন্দেহ যে, যুবক মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছিল অথবা মাদকাসক্ত ছিল।

স্কুটারে পদ্মাসন!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ভাইরাল ভিডিওতে যে স্কুটারটি দেখা গিয়েছে, সেটিতে কোনও নম্বর প্লেটও ছিল না। নেটাগরিকরা বলছেন, ওই ব্যক্তি কেবল নিজের জীবনকেই ঝুঁকির মধ্যে ফেলেননি, পাশাপাশি এর ফলে অন্যরাও বড়সড় বিপদের মধ্যে পড়তে পারতেন।রিলের নেশায় ভয়ংকর দুর্ঘটনা, মৃত্যু লেগেই রয়েছে। তবু হুঁশ নেই একশ্রেণির মানুষের। এবার লখনউতে ব্যস্ত রাস্তায় হাত ছেড়ে পদ্মাসনে স্কুটার চালাতে দেখা গেল এক ব্যক্তিকে। ভাইরাল হয়েছে সেই ভিডিও। যা দেখে নেটাগরিকরা প্রশ্ন তুলছে, কবে সচেতন হবে মানুষ? অনেকেই পুলিশ বিভাগকে ট্যাগ করেছে ভিডিওটি। যদিও এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারির খবর নেই।নেটমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভিডিওটি রাতের। লখনউর গোমতি নগর এলাকায় একটি ব্যস্ত রাস্তায় হলুদ রঙের স্কুটারে দেখা যায় মধ্য বয়সি এক ব্যক্তিকে। চোখে চশমা-হলুদ টিশার্ট পরা ওই ব্যক্তিকে পদ্মাসনে স্কুটারের সিটে বসে থাকতে দেখা গিয়েছে। হ্যান্ডেলে থেকে হাতও ছেড়ে দেন তিনি। বেশ কিছুক্ষণ ধরে এই স্টান্ট চলে। পথচলতি অন্য লোকেরা বারণ করলেও কারও কথায় কোন দেননি ওই ব্যক্তি।ভাইরাল ভিডিওতে যে স্কুটারটি দেখা গিয়েছে, সেটিতে কোনও নম্বর প্লেটও ছিল না। নেটাগরিকরা বলছেন, ওই ব্যক্তি কেবল নিজের জীবনকেই ঝুঁকির মধ্যে ফেলেননি, পাশাপাশি এর ফলে অন্যরাও বড়সড় বিপদের মধ্যে পড়তে পারতেন। অনেকেই লখনউ পুলিশ এবং ট্রাফিক পুলিশকে ট্যাগ করে ভিডিওটি শেয়ার করেন। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। একজন লিখেছেন, তাম্বরহীন স্কুটার, কোনও সুরক্ষা সরঞ্জাম নেই এবং সাধারণ জ্ঞানের চরম অভাব। অনেকে আবার মজা করে লিখেছেন, তএটা নেক্সট লেভেলের যোগা, যোগা অন হুইলস।

ঘাতক মাছ!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ দক্ষিণ আমেরিকার নদীতে দেখা মেলে এই মাছের, সাধারণত ঝাঁক বেঁধে এক জায়গা থেকে অন্যত্র যাত্রা করে এরা। অর্থাৎ এদের সঙ্গে মুখোমুখি হলে, একেবারে একগুচ্ছ মাছের মুখে পড়তে হয়! প্রায় দশগুণ বড় আকারের প্রাণীকেও দলবদ্ধভাবে ধরাশায়ী করে অনায়াসে!শিকার কিছু বুঝে উঠবার আগেই, মুহূর্তের মধ্যে আক্রমণ হানে এই মাছ। বাঙালির পছন্দের তালিকায় যে মাছ থাকবেই, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রকৃতিতে রয়েছে এমন এক মাছ, যাকে বাঙালি কেন, প্রাণী মাত্রেই সমঝে চলে। এই মাছের গাদা-পেটি আয়েশ করে খাওয়ার প্রশ্নই আসছে না, বরং এই মাছ দ্বারা অধ্যুষিত জলে নামলেই নিজেই শিকার হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে জীবকূলের!পিরানহা; কম বেশি অনেকেই শুনেছে এই নাম। ১৯৭৮ সালে ‘পিরানহা’ নামের আমেরিকান সিনেমাটি রীতিমতো সাড়া ফেলে দিয়েছিল হররপ্রেমীদের মধ্যে। এরপর আরও একাধিক ভাষায় সিনেমা হয়েছে এই মাছেদের নিয়ে। হাঙরের মতো অতিকায় নয়, অথচ মানুষ কিংবা তার চাইতেও বড় প্রাণীকে ঘায়েল করতে এই একরত্তি মাছ একাই একশো! বাঙালির চোখে খানিকটা ভোলা মাছের মতো দেখতে লাগতে পারে পিরানহাকে। কিন্তু বাইরের রূপে ভুললেই সাক্ষাৎ যমদর্শনের সম্ভাবনা! হাতের মুঠোয় ধরা যায়, এমন ছোট মাছটির মুখের ভিতর তাকালে, বুকের রক্ত হিম হতে বাধ্য। এক-এক পাটিতে রয়েছে হাজার হাজার সূক্ষ্ম ব্লেডের মতো দাঁত!পিরানহার চোয়াল এতটাই শক্ত যে, একবার শিকারের শরীরের অংশ কামড়ে ধরলে, তা ছাড়ানো অসম্ভব। প্রত্যঙ্গটি কেটে দেহ থেকে আলাদা হয়ে যাবে, তবু পিরানহার মুখ থেকে ছাড়ানো সম্ভব হবে না! তবে খাদ্যের প্রয়োজন না হলে, সচরাচর আক্রমণ করে না এই মাছ। করতে পারে, যদি অপরদিকে থাকা প্রাণীটির থেকে কোনওরকম ক্ষতির আশঙ্কা হয়।

মার খেয়ে বর গেলেন হাসপাতালে

নয়া জামানা ডেক্স ঃ সোশাল মিডিয়ায় চ্যাট করতে করতে প্রেম। সেখান থেকে বিয়ে এবং সুখে -শান্তিতে সংসার। এমন ঘটনা আকছারই ঘটে। কিন্তু সোশাল মিডিয়ায় পছন্দ করা পাত্রটি যদি বিয়ের আসরে বদলে যায়? শুভদৃষ্টির সময়ে লাজুক হেসে তাকাতেই যদি কনে দেখেন, তাঁর জীবনসঙ্গী পালটে গিয়েছে? এমনটাই ঘটল উত্তরপ্রদেশে এক বিয়ের আসরে। সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে নাকচ করে দিলেন পাত্রী। তারপর দুপক্ষে হাতাহাতি। শেষ পর্যন্ত ভুয়ো পাত্রকে ভর্তি করতে হল হাসপাতালে।ব্যাপারটা ঠিক কী? জানা গিয়েছে, উত্তরপ্রদেশে হরদোই জেলায় ঘটেছে পাত্রবদলের ঘটনাটি। গত ১২ মে চারহাত এক হওয়ার কথা ছিল। পাত্রী জানান, ইনস্টাগ্রামে তাঁর আলাপ হয়েছিল এক ব্যক্তির সঙ্গে। সেই ব্যক্তি নিজের পরিচয় দেন রাহুল মিশ্র হিসাবে। দু'জনের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে এবং তারপর বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন। জানা গিয়েছে, পাত্রী পেশায় আইনজীবী। দুই পরিবারের সম্মতিতেই বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করা হয়। বিয়ের কিছুদিন আগে ভোপাল থেকে উত্তরপ্রদেশে গিয়ে ওই তরুণীর সঙ্গে দেখাও করেন রাহুল।তারপর মঙ্গলবার বিয়ের আসরে আচমকাই পাত্রবদল। বিয়ের আসরে এসে ওই তরুণী যখন আচার অনুষ্ঠান শুরু করেছেন, তখন বরের মুখ দেখে তাঁর চক্ষু চড়কগাছ। তাঁর পছন্দের রাহুল নন, বরের আসনে বসে রয়েছেন অন্য এক ব্যক্তি। সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে থামিয়ে ওই তরুণী জানিয়ে দেন, ভুয়ো পাত্রর সঙ্গে তিনি বিয়ে করবেন না। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায়, পাত্রের নাম দেবেন্দ্র সিং পরিমর। দেবেন্দ্র জানান, তাঁর সঙ্গেই সোশাল মিডিয়ায় ওই তরুণীর কথা হত এবং তিনি ভুয়ো পাত্র নন।৯ জনকে নিয়ে বিয়ে করতে এসেছিলেন দেবেন্দ্র। তাঁদের থাকার জন্য হোটেল বুক করেছিল কনেপক্ষ।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 20-05-2026 18:11 Page 3

পার্কিং জোনে কোটি টাকার রাজস্ব কেলেঙ্কারি-তদন্তের দাবি বিজেপির

সীতারাম মুখার্জি, নয়া জামানা, কুলটি ঃ কুলটি বিধানসভার. নিয়ামতেরের লছিপুরে দুটি বেসরকারি পার্কিং জোন নিয়ে ব্যাপক আর্থিক অনিয়ম, বেআইনি জমি দখল এবং সামাজিক নিপীড়নের ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। বিজেপি কুলটি বিধানসভার সাধারণ সম্পাদক কাজল দাস আসানসোল পুরনিগমের মেয়র বিধান উপাধ্যায় , পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক বা ডিএম এস পোন্নাবলম, আসানসোল দুর্গাপুরের পুলিশ কমিশনার বা সিপি ডাঃ প্রণব কুমার এবং কুলটির বিজেপি বিধায়ক ডাঃ অজয় কুমার পোদ্দারকে এই ব্যাপারে অভিযোগপত্র জমা দিয়ে এই পুরো চক্রটির বিরুদ্ধে উচ্চপর্যায়ের যৌথ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।বিজেপি নেতার লিখিত অভিযোগে একাধিক বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।এই পার্কিং জোনে আর্থিক অনিয়ম এবং টেন্ডার নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়েছে বলে অভিযোগকারীর দাবি। বলা হয়েছে, লছিপুর রেড লাইট এলাকা বা নিষিদ্ধ পল্লীর কাছে গব্বর পার্কিং এবং রায় পার্কিং কোনও বৈধ টেন্ডার বা আসানসোল পুরনিগমের অনুমতি ছাড়াই বছরের পর বছর ধরে চালানো হচ্ছে। এর ফলে পুরনিগমের রাজস্ব বিভাগের সরাসরি কোটি কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে।এছাড়াও সরকারি জমি দখল ও নকশা বহির্ভূত সম্প্রসারণেরও অভিযোগ উঠেছে। বলা হয়েছে, এই দুটি বেসরকারি পার্কিংয়ের কাছে কোনো অনুমোদিত ব্লু-প্রিন্ট বা বরাদ্দকৃত জমির বৈধ নথি আছে কি না তা সন্দেহজনক।সরকারি ও সাধারণ মানুষের জমি জবরদখল করে নিয়মনীতি তোয়াক্কা না করেই এর বিস্তার ঘটানো হয়েছে। অন্য দিকে, ঠিক পাশেই সরকারি মাইন্স বোর্ড অফ হেলথ র বৈধ পার্কিংটিকে একটি সুপরিকল্পিত কৌশলের মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হচ্ছে। এখানে দালালি চক্র ও মানবিক নিপীড়নের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগপত্রে নিরাপত্তা এবং মানবাধিকারের একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়ও তুলে ধরা হয়েছে। অভিযোগ, পার্কিংয়ের আড়ালে সক্রিয় কিছু সমাজবিরোধী ও দালালি চক্র স্থানীয় পিছিয়ে পড়া ও অসহায় যৌনকর্মী এবং ছোট দোকানদারদের অর্থনৈতিক ও মানসিক নিপীড়ন করছে।যা ঐ এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে বিঘ্নিত করছে।গোটা অভিযোগে প্রশাসনিক ও আইনি পদক্ষেপের জন্য দাবি করা হয়েছে। আরো দাবি করা হয়েছে, পুরনিগম এবং জেলা প্রশাসন যৌথভাবে বরাদ্দকৃত জমির পরিমাপ করুক, যাতে বেআইনি দখলের সঠিক সীমানা নির্ধারণ করা যায়। এর পাশাপাশি রাজস্বের ফরেনসিক অডিটের মাধ্যমে গত ৩ থেকে ৪ বছরে পার্কিং থেকে আয় করা মোট আয় এবং পুরনিগমের তহবিলে জমা পড়া টাকার আর্থিক তদন্ত করা হোক। একাই, অভিযুক্ত কাছ থেকে বকেয়া টাকা উদ্ধার করা হোক।এই বেআইনি পরিচালনায় যে সমস্ত পুর আধিকারিকরা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে মদত জোগাচ্ছেন, অভ্যন্তরীণ তদন্তের মাধ্যমে তাঁদের ভূমিকা খতিয়ে দেখে বিভাগীয় পদক্ষেপ নেওয়া হোক।বিজেপি নেতার দাবি, অনুমোদিত নকশা ছাড়া তৈরি সমস্ত বেআইনি কাঠামো ভেঙে ফেলা হোক এবং নিপীড়িত মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে দালালদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হোক।বিজেপি নেতৃত্ব এই ঘটনাকে সুশাসন ও আইন-শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ হিসেবে মনে করছেন। কাজল দাস স্পষ্ট জানিয়েছেন , আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আসানসোল পুরনিগম, জেলাশাসক এবং পুলিশের সমন্বয়ে একটি 'যৌথ টাস্ক ফোর্স' গঠন করে এর একটি নিরপেক্ষ তদন্ত শুরু করা হোক। যাতে এলাকার বাসিন্দারা গোটা বিষয়ের সত্যতা জানতে পারেন।

চন্দ্রনাথ খুনে বারাণসী থেকে গ্রেপ্তার আরও ১

ধৃত বিনয় রাই

নয়া জামানা , কলকাতা ঃ চন্দ্রনাথ রথ হত্যা মামলায় তদন্তে নতুন মোড়। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই উত্তর প্রদেশের বারাণসী থেকে বিনয় রাই নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। তাকে ট্রানজিট রিমান্ডে কলকাতায় এনে বুধবার বারাসত আদালতে পেশ করা হবে বলে জানা গেছে।সিবিআই সূত্রে খবর, বছর চল্লিশের বিনয় রাই উত্তর প্রদেশের গাজিপুরের বাসিন্দা হলেও দীর্ঘদিন ধরে বারাণসীতে বসবাস করছিলেন। তিনি সম্পত্তি কেনাবেচার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তদন্তকারীদের দাবি, চন্দ্রনাথ রথ হত্যা মামলায় তাঁর সম্পৃক্ততার প্রমাণ মিলেছে, যার ভিত্তিতেই এই গ্রেফতারি।বারাণসীর রিজার্ভ পুলিশ লাইন এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়। স্থানীয় আদালতে পেশ করার পর তাঁকে দুই দিনের ট্রানজিট রিমান্ডে সিবিআই হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পূর্বে খুন ও খুনের চেষ্টা-সহ একাধিক ফৌজদারি মামলার অভিযোগ রয়েছে বলেও তদন্ত সূত্রে জানা গেছে।উল্লেখ্য, চন্দ্রনাথ রথ ছিলেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী-এর আপ্ত সহায়ক। অভিযোগ অনুযায়ী, গত ৬ মে রাতে মধ্যমগ্রাম এলাকায় তাঁর গাড়ি থামিয়ে বাইক আরোহীরা গুলি চালায়, যার ফলে তাঁর মৃত্যু হয়।ঘটনার পর প্রথমে তদন্ত শুরু করে রাজ্য পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল। পরে পশ্চিমবঙ্গ-এর তদন্তে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীতে মামলার তদন্তভার গ্রহণ করে সিবিআই উত্তর প্রদেশের বালিয়া থেকে আরও একজনকে গ্রেফতার করে। এই মামলায় এ পর্যন্ত মোট পাঁচজন অভিযুক্ত ধরা পড়েছে, যাদের সকলেই ভিনরাজ্যের বাসিন্দা।তদন্তকারীরা মনে করছেন, ঘটনার নেপথ্যে কোনো সংগঠিত চক্র বা পরিকল্পনা থাকতে পারে। কারা এই হত্যাকাণ্ডের নির্দেশ বা সুপারি দিয়েছিল, তা খতিয়ে দেখতে ধৃতদের ধারাবাহিক জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

শহরে পর পর চুরি, আতঙ্কে বাসিন্দারা

নয়া জামানা, মালদা ঃ ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত নরহাট্টা অঞ্চলের লক্ষ্মীঘাট এলাকায় গভীর রাতে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় বুধবার সকালে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ, এলাকার বাসিন্দা ও ব্যবসায়ী নাইমুল ইসলামের বাড়িতে রাতে পরিবারের সকলেই ঘুমিয়ে ছিলেন। সকালে উঠে দেখা যায়, বাড়ির দুটি ঘরের তালা ও ছিটকিনি ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ঘরের ভেতরের আসবাবপত্র এলোমেলো, আলমারি ও সোকেশ খোলা। এমনকি বাড়িতে লাগানো সিসি ক্যামেরার সেটও উধাও। পরিবারের দাবি, দুষ্কৃতীরা প্রায় সাত থেকে আট ভরি সোনার গয়না এবং নগদ লক্ষাধিক টাকা নিয়ে পালিয়েছে। নাইমুল ইসলামের স্ত্রী যে সোনার হার পরে ছিলেন, সেটিও খোয়া গেছে বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর পেয়ে ইংরেজবাজার থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ জাহাঙ্গির আলম জানান, এত বড় চুরির ঘটনা এলাকায় আগে হয়নি। তিনি দ্রুত দোষীদের গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

রড দিয়ে পিটিয়ে স্ত্রী ও তিন সন্তানকে খুন, আটক অভিযুক্ত স্বামী

মোহম্মদ আলম, নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ ভিন রাজ্যে কাজের সন্ধানে গিয়ে ভয়াবহ পরিণতির

শিকার হল এক পরিবার। বিহারের দ্বারভাঙায় স্ত্রী ও তিন শিশু সন্তানকে নৃশংসভাবে খুন করার অভিযোগ উঠল উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের রসাখোয়া এলাকার বাসিন্দা সঞ্জিৎ দাস ওরফে বিলাতু দাসের বিরুদ্ধে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মৃতদের গ্রাম মহেশপুর দাসপাড়ায়। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে দ্বারভাঙা থানার পুলিশ।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সংসারের আর্থিক সঙ্কট দূর করতে প্রায় কুড়ি দিন আগে বিহারের দ্বারভাঙার একটি পোল্ট্রি ফার্মে কাজ করতে যান সঞ্জিৎ দাস।

তাঁর সঙ্গে সেখানে গিয়েছিলেন স্ত্রী ফুলকুমারী দাস (৩০), আট বছরের মেয়ে সন্ধ্যা দাস, ছয় বছরের ছেলে হৃদয় দাস এবং চার বছরের রোহন দাস।অভিযোগ, পারিবারিক অশান্তির জেরে আচমকাই হিংস্র হয়ে ওঠেন সঞ্জিৎ দাস।

এরপর একটি লোহার রড দিয়ে স্ত্রী ও তিন শিশুসন্তানের উপর এলোপাথাড়ি হামলা চালানো হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় চারজনের।ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দ্বারভাঙা থানার পুলিশ। মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। একইসঙ্গে অভিযুক্ত সঞ্জিৎ দাসকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পারিবারিক বিবাদের সূত্রেই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে বলে অনুমান তদন্তকারীদের।এদিকে, খবর গ্রামে পৌঁছাতেই শোকের ছায়া নেমে আসে মহেশপুর দাসপাড়া এলাকায়। কান্নায় ভেঙে পড়েন মৃত গৃহবধূর পরিবারের সদস্যরা।

প্রতিবেশী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত।ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বিহার পুলিশ।

চালু হল 'জন ভাগীদারী অভিযান

নয়া জামানা ডেক্স ঃ রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পরে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে জেলায় জেলায়। পূর্ব বর্ধমানের মহীপাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক নয়া প্রকল্পের শিবির চলছে। এই শিবিরে আদিবাসী উপভোক্তাদের লম্বা লাইন পড়েছে। এই প্রকল্প আদিবাসীদের কাছে সরাসরি প্রকল্প ও পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে।দু'দিন আগেই জেলাশাসক শ্বেতা আগরওয়াল এই প্রকল্প ঘোষণা করেন। নতুন এই প্রকল্পটি ১৮ মে থেকে পূর্ব বর্ধমান জেলায় শুরু করা হয়েছে। 'জন ভাগীদারী অভিযান' নামে এই প্রকল্পে আদিবাসী কল্যাণের লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। জেলার ১০টি ব্লকের ২৫টি গ্রামকে বেছে নিয়ে ক্যাম্প চালানো হবে। ক্যাম্প চলবে ২৩ মে অবধি। পাশাপাশি ওই স্থানগুলিতে স্বাস্থ্য শিবিরও করা হবে। এই প্রকল্প কেন্দ্রীয় প্রকল্প। এর ক্যাচলাইন, 'সবসে দূর, সবসে পহলে।' জেলায় ৫০ শতাংশের বেশি আদিবাসী আছেন এমন ব্লক বেছে নেওয়া হয়েছে। আউশগ্রাম ১, ২ যেমন আছে, তেমনি আছে দূরের পূর্বস্থলী ২ ব্লকও। মহীপাল গ্রামটি বর্ধমান ২ ব্লকে। এখানেও শিবির চলছে। এই ক্যাম্পগুলোতে জনশুনানি করা হচ্ছে। সরাসরি জনগণের অভিযোগ শুনে প্রতিবিধান করাও হচ্ছে। কাস্ট সার্টিফিকেট, রেশন, কৃষি সংক্রান্ত পরিষেবা সহ নানা প্রকল্পের পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে ব্লকগুলিতে। এই কাজের জন্য নতুন একটি পোর্টাল খোলা হয়েছে।২৪ ও ২৫ শে মে গোটা কাজের মূল্যায়ন করা হবে। গোটা প্রক্রিয়াই ডকুমেন্টেশনে রাখা হবে। উপভোক্তা কৃষ্ণা মুর্মু জানান, পাঁচটি গ্রামের মানুষ এখানে এসে পরিষেবা পাচ্ছেন। গ্রামবাসী সুদীপ্ত কোনার জানান, জনজাতিদের জন্য এই প্রকল্প খুব ভাল উদ্যোগ।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 20-05-2026 18:11 Page 4

পুরুলিয়ার কাশীপুর রাজবাড়ি

চিন থেকে রাজমিস্ত্রি এনে ১২ বছর ধরে তৈরি করা স্থাপত্য

লালমাটি ও সবুজ অরণ্যে ঘেরা পুরুলিয়া জেলা। পশ্চিমবঙ্গের পর্যটনের নিরিখে জেলা পুরুলিয়া অন্যতম। পুরুলিয়া বলতেই চোখের সামনেভেসে ওঠে অযোধ্যা পাহাড়, শিমুল পলাশে ঘেরা ছোট ছোট টিলা আরআদিবাসীদের গ্রাম। বহু ইতিহাসের সাক্ষী এই জেলা। তার মধ্যে অন্যতম কাশীপুর রাজবাড়ি। বহু ইতিহাস বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পঞ্চকোট রাজত্বের কাশীপুর রাজবাড়ি। দক্ষিণবঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চল একসময় এই পঞ্চকোট রাজত্বের অন্তর্গত ছিল। একাধিক জনপদ গড়ে উঠেছিল পঞ্চকোট রাজার দানের জমি থেকে।আর কিছু বছরেই সেই রাজধানী প্রতিষ্ঠার দুই শতবর্ষ পূর্ণ হবে। ১৮৩৩-এ মানভূম জেলা তৈরি হয়। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহে রাজা নীলমণি অংশ নেওয়ায় তাঁকে প্রথমে শান্তিপুরে পরে কলকাতায় বন্দী করে রাখা হয়। পুরুলিয়া-বরাকর পাকা রাস্তার গোবাগ মোড়ের কাছে গড় পঞ্চকোট গ্রাম। এই গ্রামের মধ্য দিয়ে সোজা উত্তরে প্রায় দেড় কিলোমিটার কাঁচা রাস্তাপেরিয়ে মন্দিরক্ষেত্র। তারও উত্তরে পাহাড়ের ৫০০ ফুট উপরে দুর্গ-মন্দির-ধারা (জলধারা)। দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ের রামকালানি স্টেশনে নেমেও রাজধানীতে পৌঁছানো যেত। গড়পঞ্চকোট গ্রামে ঢোকার মুখেই ঐতিহাসিক দুয়ারবাঁধ তোরণ। পাথরের তৈরি বর্তমানে জীর্ণ তোরণটির কারুকার্য, গঠনরীতি মুসলিম স্থাপত্যের কথা মনে করায়। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে পঞ্চকোট ভ্রমণের সময় এমনি চারটি তোরণ দেখেছিলেন। তাদের নামগুলিও তিনি উল্লেখ করেছেন;আঁখ দুয়ার, বাজার মহলদুয়ার বা দেশবাঁধ দুয়ার, খড়িবাড়ি দুয়ার, দুয়ার বাঁধ। এদের মধ্যেদুয়ারবাঁধ তোরণ বাদ দিয়ে সবগুলিই জীর্ণদশাপ্রাপ্ত হয়েছিল। তোরণ চারটি দুর্গে ঢোকা ও বেরনোর পথ হিসেবে ব্যবহৃত হত। দুর্গটি ছিল বিশাল, দুর্গ প্রাচীরের দৈর্ঘ্য পাঁচ মাইলের বেশি, দুর্গটি প্রাকৃতিকভাবে সুরক্ষিত, দুর্গ ঘিরে ছিল দীর্ঘ উচ্চভূমি, পাহাড় বাদ দিয়েস্থানটি ছিল ১২ বর্গমাইল। ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দে পঞ্চকোটের রাজধানী স্থানান্তরিত হয় কাশীপুরে। সেইথেকে রাজপরিবারটির অধিষ্ঠানক্ষেত্র কাশীপুর। সর্বমোট ৭ জন রাজাকাশীপুরে রাজত্ব করেছিলেন। জগজীবন (১৮১৮-১৮৫১), নীলমণি(১৮৫১-১৮৯৮), হরিনারায়ণ (১৮৯৮-১৯০১), জ্যোতিপ্রসাদ (১৯০১-১৯৩৮), কল্যানীপ্রসাদ (১৯৩৮-১৯৪০), শঙ্করীপ্রসাদ (১৯৪৭-১৯৫৪), ভুবনেশ্বরীপ্রসাদ (জন্ম ১৯৪৩- মৃত্যু ১৯৭২ ২রা অক্টোবর)। গড় পঞ্চকোট গ্রামে ঢোকার মুখেই ঐতিহাসিক দুয়ারবাঁধ তোরণ। পাথরের তৈরি বর্তমানে জীর্ণ তোরণটিরকারুকার্য, গঠনরীতি মুসলিম স্থাপত্যের কথা মনে করায়। আর কিছু বছরেই সেই রাজধানী প্রতিষ্ঠার দুই শতবর্ষ পূর্ণ হবে। ১৮৩৩-এ মানভূম জেলা তৈরি হয়। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহে রাজা নীলমণি অংশ নেওয়ায় তাঁকে প্রথমে শান্তিপুরে পরে কলকাতায় বন্দী করে রাখা হয়। লর্ড ক্যানিং পরবর্তীকালে তাঁকে মুক্তি দেন। রাজ্যটিবাজেয়াপ্ত হয়;পরবর্তীকালে ফেরত দেওয়া হয়। একটি মফস্‌সলের গ্রামথেকে কাশীপুর সাংস্কৃতিক রাজধানীতে পরিণত হয়। রাজপ্রাসাদ তৈরিহয়। ‘দ্বিতীয় নবদ্বীপ’ বলা হত কাশীপুরকে। বহু পুকুর খোঁড়া হয়, উদ্যানতৈরি হয়। আসানসোল-আদ্রা রেলপথ স্থাপিত হওয়ার পর কাশীপুরের গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। এসময় রানীগঞ্জ-আসানসোল এলাকায়কয়লাখনি আবিষ্কৃত হওয়ায় তার রয়েলটি রাজকোষের শ্রীবৃদ্ধিতেসহায়ক হয়। তৈরি হয় রাজরাজেশ্বরী মন্দির। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ম্যানেজার হিসেবে কিছুকাল কাশীপুরে ছিলেন (১৮৭২)। কাশীপুরে বহু সংগীতজ্ঞ, পণ্ডিত, জ্যোতিষবিদের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র হয়। সারা রাজ্যে গান, নাটক, লোকগান, লোকউৎসবের প্লাবন বইতে থাকে। শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে কাশীপুর।মহারাজ জ্যোতিপ্রসাদ পঞ্চকোটের শেষ খ্যাতিমান রাজা। তাঁর পরবর্তীকালে কোনও রাজা তাঁদের পূর্বপুরুষদের মতো মহনীয় দায়িত্বপালন করতে পারেননি। অবশ্য ইতিমধ্যে দেশ স্বাধীন হওয়ায় জমিদারিপ্রথার বিলোপ হয়;রাজত্বও ক্ষয়িষ্ণু হয়ে যায়। ভুবনেশ্বরীপ্রসাদের অকালমৃত্যু রাজপরিবারটির ১৯০০ বৎসরের ইতিহাসে যবনিকা টেনেদেয়। অনেকদিন রাজবাড়ির দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলেন ভুবনেশ্বরীরভগ্নী মহেশ্বরী। কথিত আছে মহারাজ জ্যোতিপ্রকাশ সিংহদেও ১৯১৬ সালে এই কাশীপুর রাজবাড়ি তৈরি করেন চিন থেকে রাজমিস্ত্রি এনে। টানা ১২ বছর ধরে চলেছিল নির্মাণ কাজ। বেলজিয়াম থেকে বিশাল ঝাড়লণ্ঠন নিয়ে এসে লাগিয়েছিলেন প্রাসাদের দরবার হলে। বেলজিয়ামের পেন্টিং করা কাচ, সুবৃহৎ ঝাড় লণ্ঠন, পাথরের মূর্তিদেখলে রাজাদের রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। আবার রাজাদের শিকারকরা মৃত বাঘ, সিংহ, বাইসন, চিতা প্রভৃতির দেহের ভিতর থেকেনাড়ি-ভুঁড়ি বের করে খড় ভরে যে স্টাফড বা ট্যাক্সিডার্মি রাখা আছে তাও দেখার মতো। রয়েছে রাজাদের ব্যবহৃত তরোয়াল, ঢাল, বর্শা ইত্যাদি যুদ্ধাস্ত্র। তবে রাজবাড়িতে সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ। ওই বাড়িতেই রাজপরিবারের বর্তমান বংশধররা থাকেন। শুধু পুজোর সময় রাজবাড়ির একাংশ সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। আজ সেই জৌলুস অনেকখানি স্তিমিত। তবুও দুর্গা পুজোর সময় উৎসব মুখর হয়ে ওঠেএই রাজবাড়ি।পঞ্চকোট রাজপরিবারের দুর্গা রাজরাজেশ্বরী রূপে পূজিতা। পুরুলিয়ার কাশীপুর রাজবাড়ির এই কুলদেবীর পুজো কয়েকশো শতক পুরোনো। বর্তমান প্রজন্ম পরিবারের রাজকন্যা মাহেশ্বরী দেবীর পুত্র আনসুলরাজোয়াটের তত্ত্বাবধানেই এখন পুজো হয় রাজবাড়িতে। পুজোর চার দিন এক অন্য মহিমায় সেজে ওঠে রাজবাড়ির মন্দির। সারা বছর বহিরাগত দর্শনার্থীদের প্রবেশের অনুমতি না থাকলেও পুজোর সপ্তমী থেকে দশমী রাজবাড়ির দ্বার খুলে দেওয়া হয় জনসাধারণের উদ্দেশ্যে। পুজোর চার দিন এ রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে মানুষ আসেন। এ ছাড়া ঝাড়খণ্ড, বিহার থেকেও প্রচুর মানুষ আসেন এই পুজো দেখতে। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।